কৃষি সুপারিশ

১৫-১৭ ই মে ২০২৩ (৩০ শে বৈশাখ-২ রা জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০)

বোরো ধান : এই সময়ে কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টি এবং শিলা বৃষ্টি হয়। প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি ও যখন-তখন হতে পারে যা পাকা ধানের ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং ধান ৭৫-৮০ শতাংশ পেকে গেলেই দ্রুত কেটে গোলাজাত করবার ব্যবস্থা করতে হবে।

তিল : গাছের মাঝামঝি অংশের ফল ভেঙ্গে,দানা শক্ত হল কিনা পরীক্ষা করে ফসল কাটতে হবে।

সূর্যমুখী : যখন ফুলের পিছনদিক হলদে ও নরম তুলতুলে হয় এবং বীজ কালো রং হয়ে শক্ত হয়ে যায়, তখন ফুল কাটার উপযুক্ত হয়।

চীনাবাদাম- মাটির তলা থেকে বাদাম তুলে নিয়ে যদি দেখা যায় খোসার ভিতরের দিকে কালো ছোপ দেখা যাচ্ছে এবং দানা শক্ত হয়েছে ও দানার উপরকার খোসায় লালচে রং ধরেছে, তবে বুঝতে হবে বাদাম তোলার উপযুক্ত সময় এসেছে।

মুগ ও কলাই - বীজ বোনার দুই মাস পর থেকে শুঁটি তোলা হয়।পাকা শুঁটি সকালবেলায় ছিঁড়ে নেওয়া উচিত।

ভুট্টা- হাইব্রীড ভূট্টার কমপক্ষে ৩ টি সেচের প্রয়োজন, গাছের হাঁটু উচ্চতা, ফুল আসা ও দানা পুষ্টির সময়ে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।পুড়িয়ে খাওয়ার জন্য কাঁচা ভূট্টার দানার মধ্যে দুধ যখন সবেমাত্র ঘনপদার্থে পরিনত তখন তোলার সময় হয়েছে বলে বুঝতে হবে।পাঁকা ভূট্টা দানার জন্য ভূট্টার আচ্ছাদন এবং ভিতরের দানা শুকিয়ে গেলে তোলা হয়।ভূট্টার দানাতে ২০-২৫ % রস থাকা অবস্থায় তোলা হয়।

পাট - ভাল ফলন পেতে গেলে পাটের পরিচর্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বুনলে পরিচর্যা খরচ কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। আগাছা মারতে হবে এবং অতিরিক্ত চাড়া তুলে ফেলতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে ৫৫-৬০ টি চারা রাখা উচিৎ। এছাড়া আগাছা নাশক ওষুধ ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে। চারা বের হবার ২১ দিন পরে প্রথম চাপানে ৮ কেজি ও চারা বের হবার ৩০-৩৫ দিন পরে ২-য় চাপানে ৮ কেজি নাইট্রোজেন একর পিছু প্রয়োগ করতে হবে।
শুঁয়ো পোকা, ঘোড়া পোকা, তামাকের ল্যাদা পোকা ও লাল ও হলুদ মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। কেড়ি পোকা, শুঁয়ো পোকা, ঘোড়া পোকা, তামাকের ল্যাদা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে মনোক্রোটোফস ৩৬ এসএল ১.৫ মিলি বা কার্বসালফান ২৫ % ইসি২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। হলুদ মাকড়ের জন্য ডাইকোফল ১৮.৫% ইসি ২.৫ মিলি ও লাল মাকড়ের জন্য ফেনাজাকুইন ১০% ইসি ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।
সবুজ সার : আমন ধান চাষে জৈবসার যোগানের জন্য সবুজসার হিসাবে ধনচে বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। এজন্য আমন ধান রোপনের দেড় থেকে দুই মাস আগে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জলের সুযোগ নিয়ে ২টি চাষ দিয়ে বিঘাপ্রতি ৪ কেজি ধনচে বীজ বুনতে পারেন। বীজ বোনার আগে বিঘাপ্রতি ২০-২২ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

আউস ধান:-আউস ধানের বীজ বুনুন ও রোপনের জন্য বীজতলায় বীজ ফেলুন। **বপনের উপযুক্ত জাত:** হীরা, প্রসন্ন,অন্নদা,তুলসী, বিকাশ, বন্দনা, কলিঙ্গ-৩। বীজের হার: ৮০-৯০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৬৫-৭০ কেজি প্রতি হেক্টরে।বীজবোনার আগে প্রতি কেজি বীজের সাথে থাইরাম-৭৫% বা কার্বেন্ডাজিম-৫০% গুড়ো ঔষধ ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিন।মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি জৈবসার ৫ টন এবং ১৫ কেজি নাইট্রোজেন ও ৩০ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করুন।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর
পক্ষে

যুগ্ম-কৃষিঅধিকর্তা(জনসংযোগ,সম্প্রচারওতথ্য), পশ্চিমবঙ্গ